রাঙাজবা

গার্গী ভট্টাচার্য

রাঙাজবা

গার্গী ভট্টাচার্য

COPYRIGHTED MATERIAL

Information and Images;
Internet, credit goes to them .

My life has become a symbol .

In my life the words-- walk,work and wake are all actually guided by various spiritual symbols .

Writer .

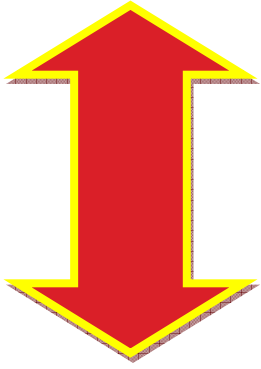

বিজেপি হল ফুল ফর্ম বেশ্যা আর জিগোলোর পার্টি । এরা যাকে তাকে বেশ্যা বলে দেয় । আমাকে , অপর্ণা সেনকে । সোনিয়া গান্ধীকে । কাউকে বাদ দেয়না । কিন্তু এদের কাজকম্মো হল বেশ্যা ও জিগোলোদের মতন । তাই অত্যন্ত বেশি জিহ্বা চালানোর জন্য এদের পার্টির সাথে ও আর এস এস এর সাথে যুক্ত প্রতিটি রমণীর সাথে বলাৎকার হবে কোনো না কোনোদিন কারণ অপর্ণা সেন হলেন ধূমাবতী মায়ের অবতার ও সোনিয়া গান্ধী হলেন জগদ্ধাত্রী । এইসব মহীয়সী নারীদের যাঁরা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী তাঁদের সম্পর্কে কুৎসা রটানো কোনো ভালো জিনিস নয় ও ধম্মে সইবে না । আজ থেকে ভারতে ইলেকশানের প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে ও কোনো নেতা ও মন্ত্রী প্রচারে গেলে নিহত হবে । ভারতে ভোট বন্ধ হবে ও একাকী দল হিসেবে কংগ্রেস ও অন্যান্য জোট জয়ী হবে ।

ধর্মের ধ্বজাধারী অধর্মের পার্টি বিজেপিকে তাড়িয়ে দেবেন মহাকালী মা । অদৃশ্য দৈব সত্ত্বারা ভারতে নেমে পড়েছে চারিদিকে । শুভস্য শীঘ্রম ।

বিজেপি ভেবেছে সব শয়তানি করে কেটে পড়বে কালাচিট্টা চেপে দিয়ে কিন্তু তা হবার নয় । ওদের সমস্ত কালা কান্ড বার হবে ।

আজকাল সিলিকন মাস্কের যুগে করণ থাপারের মাস্ক পড়িয়ে নির্মলা সীতারমণের পতিকে ইন্টার্ভিউ করে ভিডিও প্রচার করছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য । ব্যাপারটা পুরোটাই সাজানো ।

বিজেপির বিরুদ্ধে বললে লোকে সন্দেহ করবেনা যে ওটা বিজেপির কীর্তি ।

অমর্ত্য সেন আমার বিরুদ্ধে আবার প্ল্যান করছে । আমাকে পতিতা সাজানোর কারসাজি করছে কারণ ওর সব কালাচিট্টা বার হয়ে এসেছে । ওর মেয়ে পর্ণস্টার ও ব্যাঙ্কের টাকা মেরে পালিয়েছে । এসব তথ্য ব্যাঙ্কের কাছে রয়েছে । সময়ে সবকিছু পাবলিক্ হয়ে যাবে । বিজয় মালিয়াকে ধরেছে কারণ উনি ডার্ক ম্যাজিক দিয়ে কিছু বদলাননি আর এরা শয়তানি করে সব বদলে দিয়েছে ।

কাতারের আমিরের বেগমকে মেরে ফেলেছে ঈদের পরে । ওদেরই বিশ্বস্ত এক আয়াতোল্লা যে প্রতি ঈদের সময় ওদের প্যালেসে জেতো ঈদের ভোজ ও হোলি প্রসাদ দিতে কারণ যদিও কাতার সুন্নি দেহ্স

তবুও শিয়া প্রিস্টরা রয়েছেন যাঁরা ঈদের সময় রাজাকে ভোজ দিতে যান এবং রাজার বৌ ঐ প্রসাদ খেয়ে মারা গেছে । কারণ ঐ আয়াতোল্লা ছিলো মোসাদের এজেন্ট আর এই শয়তান আমিরের তুকতাক করা বৌকে মেরে ফেলেছে । বৌটা ছিলো অত্যন্ত শয়তান । তুকতাক করে করে ভূমিকম্প , ঝড় ঝঞ্ঝা এনে দিতো জগতে ।

গড হ্যাজ এজেন্টস্ এভরি হোয়ার ।

দীপঙ্কর দে ও দোলন রায় শতায়ু হবেন ও চির যৌবন লাভ করবেন ।

এইসব চমৎকার দেখে সাধারণ মানুষ ও অনেকে আবার ভগবানে বিশ্বাস করবে । তারা শয়তানি শক্তিকে পরিত্যাগ করে ঈশ্বর এর দিকে মুখ ফেরাবে ও অনেক নাস্তিক আস্তে আস্তে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হবে ।

খালিস্তানিরা যে ইন্দিরা গান্ধীকে মারে তার বদলে ওদের উগ্রপন্থার দল উঠে যায় কারণ ইন্দিরা গান্ধী হলেন মাতা কালরাত্রি । তাই দেবী কালরাত্রিকে

এত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার জন্য ওদের গ্রুপ পুরো তচনচ করে দেন বিয়ন্ত সিং ও কেপিএস গিল ।

একটু সময় লাগে কিন্তু হয়ে যায় । এইভাবেই কর্ম কাজ করে । দেবদেবীরা শয়তানের সাথে এইভাবেই এনার্জি এনট্যাঙ্গেল করে থাকেন ও তাদের শয়তানি রুখতে একেবারে সমূলে নিঃশেষ করে দেন । মোট কতবার দেবী জন্ম নিয়েছেন অসুর দমন করতে ? কত রূপ ধারণ করেছেন তিনি ?

কাজেই দেবীকে এইভাবে হত্যা করা সহজ নয়, ফলভোগ করতেই হবে ।

দরিদ্র লোকদের সৎ উপদেশ দেওয়া উচিৎ । তাদের অসৎ বুদ্ধি দিয়ে টেররিস্ট তৈরি করা উচিৎ নয় আয়াতোল্লা খোমেইনি কিংবা খুশবন্ত সিং এর মতন বাস্টার্ডদের। নিজেরা মধু খাবো আর তোমরা পুলিশের গুলি খাও ? এইভাবে যদি স্বর্গলাভ হয় তাহলে খুশবন্ত নাস্তিক কেন আর আয়াতোল্লার হাতে একবিন্দু রক্ত লাগেনি কেন ?

গুরু তেগ বাহাদুর সিং আবার জন্ম নিয়েছেন ও একজন প্রখ্যাত গ্রন্থসাহিব -শিখ যিনি আড়ালে রয়েছেন ।

তারই নির্দেশে আফগানিস্তানে আবার পাঞ্জাবী বসতি গড়ে উঠবে নতুন করে যা একটি আশ্চর্য দেশ হবে । যে সমস্ত মুসলিম মানুষ তেগ বাহাদুর সিং-কে

হত্যা করেছিলো মুঘল যুগে তারাই আবার জন্ম নিয়েছে আর তালিবান হয়ে অত্যাচার করছে আফগানিস্তানে । এবার গুরুজি তার হত্যার জন্য যেই কর্ম তৈরি হয়েছে তা বুঝে নেবেন ও ঐ দেশে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন ।

নারীর অধিকার ও সম্মান পুন:প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যাবেন ।

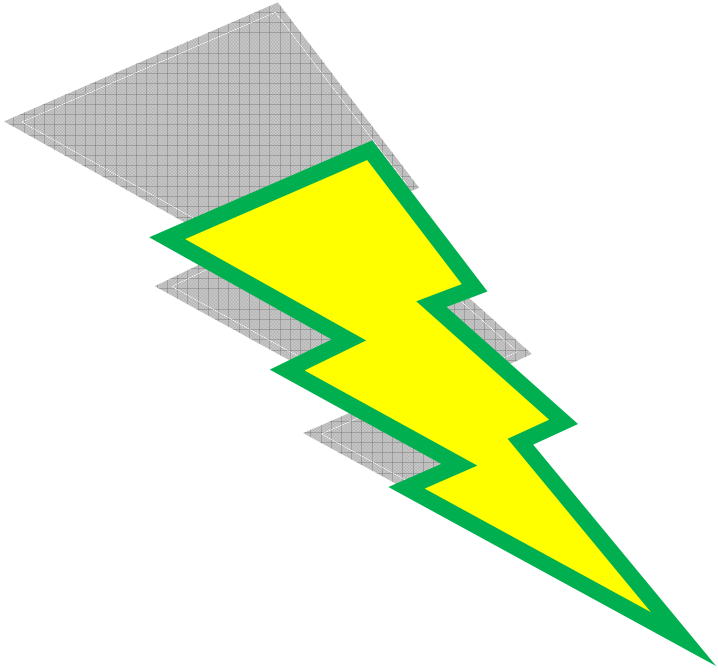

সংস্কারি বিজেপি পার্টির মোহন ভগবৎ যে নাকি বিয়ে করেনি ও নারীদেহ বর্জিত লোক সে রেগুলার বেশ্যালয়ে যায় ও কিঙ্কি সেক্স অভ্যস্ত এক লোক ।

ওর থেকে আর এস এস সমাজে অনেকের মারাঅক এসটিডি ছড়িয়েছে ।

কয়েকটি পতিতালয়ের মালিকানাও আছে এর । হাই সোসাইটিতে মেয়ে সাপ্লাই দিয়ে থাকে এই সংস্কারি বিজেপির এক অলঙ্কার/ অধ্যক্ষ ও আরএসএস সম্পাদক ও সভাপতি ।

শেষ করছি নবনীতা দেবসেনের কথা দিয়ে ।

হেড্ অন কলিশানে মৃত হবে এরকম ডাউনলোড আসছে এখন । মেরুদন্ড কোমড় থেকে ভেঙে যাবে মট্ করে আমি দেখতে পাচ্ছি কারণ হয়কি যারা বেশি এইসব ডার্ক এনার্জি নিয়ে কাজ করে আদতে শেষ এইসব ডার্ক ফোর্স এরাই এইসব আআদের মেরে নিয়ে তাদের সাথে চলে যায় । যেমন ক্রিমিন্যাল গ্যাং এ কাজ করলে হয়ত তোমার পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে দেবে ক্রাইম লর্ড আর ভালো জীবনের হদিস্ দেবে , ডুবাই পাঠিয়ে দেবে

কিন্তু শেষ মেশ পুলিশের অথবা আরেক গ্যাং-স্টারের বন্দুকের নিশানা হবে ।

তাই বলা হয় যে ক্রিমিন্যালদের জন্য কোনো না কোনো গুলিতে তাদের নাম লেখা থাকে ।

সেরকম তুকতাক করলে এইসব ডার্ক ফোর্স একদিন এসে ওদের হাই প্রিস্ট অথবা প্রিস্টেসদের কে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যায় আর তাদের ব্রুটালি মেরে নিয়ে যায় ।

কর্ণ পিশাচ , নর পিশাচ , ব্রহ্ম রাক্ষস , শয়তান ভূত , চূড়েল এইসব জাগালে ও তাদের সহি্ক্ত ব্যবহার করে লোকের ও পশুদের ক্ষতি করতে শুরু করলে একসময় এরা তোমাকে মেরে সাথে নিয়ে চলে যাবে ।

তাই এদের খপ্পরে না পড়ে ভগবানের আরাধনা করো সব পাবে । সমস্ত কাজের জন্য নানাবিধ যজ্ঞ রয়েছে সমস্ত ভগবানদের । হিন্দু ধর্মে এবং আরো সব ধর্মে সমস্ত বিধি দেওয়া আছে , প্রিস্টরা জানেন । কাজেই সেসব মেনে চললে সব হবে । অন্ধকারে হাতড়ে কোনো সুবিধে হবেনা । যা করে দেওয়া আছে সভ্যতায় হাজার হাজার বছর ধরে সেগুলি মেনে চলো সব হবে । ভগবান তোমাকে তৈরি

করেছেন আর উনিই তোমার রক্ষক কাজেই ভয় কিসের ? কিন্তু তুমি যদি কারো ক্ষতি করার মতলবে পাওয়ার চাও বিজেপির একাংশের মতন তবে সাবধান ! কারণ মহাজগৎ এইভাবে কারো ক্ষতি করতে দেবেনা । আর তাই সব আসনে গডরা বসে রয়েছেন । তোমার কর্ম তোমার কাছেই ফিরে আসবে কেবল গডরা মেক সিওর করবেন যে কোনো ইনোসেন্ট মানুষ যেন সাফার না করেন আর সেটাই হয় । কোনো না কোনো কর্মফলেই মানুষ ভোগে শুধু তুমি সেটা জানোনা তাই অহেতুক দোষারোপ করতে থাকো । কারণ নিজের জীবন নিজেই ম্যানিফেস্ট করে আসে সবাই আর এটাই ধ্রুব সত্য সেইজন্য মহামানবেরা ও মহাপুরুষেরা বলে গেছেন বারে বারে যে সৎ ও শুদ্ধ জীবন যাপণ করো তাহলেই তোমার চলার পথ সুন্দর ও মসৃণ হবে নচেৎ তা কদর্মাক্ত ও পিচ্ছিল হতে বাধ্য ।

সকলি তোমারি ইচ্ছা , ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,

তোমার কর্ম তুমি করো মা,

লোকে বলে করি আমি ।

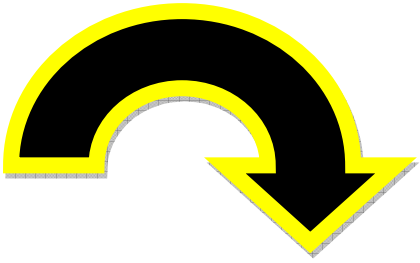

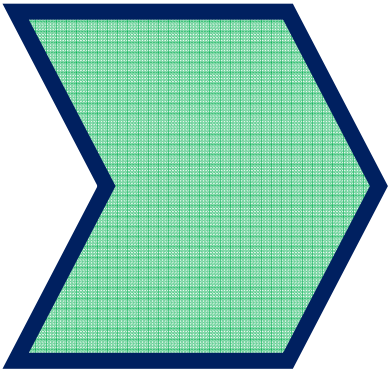

Annada Thakur

Adyapith founder.

আমি একজন কায়স্থ মেয়ে । আমার ধর্ম হল লেখা । কারণ কায়স্থদের ধর্ম হল লেখালেখি করে সমাজের উপকার করা । কলম ধরতে জানেনা এমন কায়স্থ প্রায় নেই । ব্রাহ্মণরা যেমন পুজোপাঠ করে থাকে সেরকম কায়স্থরা হয় কলম/মসী/কালি**জীবি** । আর আমি একজন লেখিকা হিসেবে হলাম আজকাল ***মাউস জীবি ।*** কারণ আমি সোজাসুজি আলোকতন্তুর মেশিনে অক্ষর খোদাই করি । আমি অক্ষর শিল্পী ।

হাতে লিখে করিনা । তাই বেশ ভুল ধরা পড়ে যায় অন্য সময় দেখলে । টাইপো ও বাংলা সফটওয়্যারের পোকার কারণে । সফটওয়্যারও কোভিডে আক্রান্ত মনে হয় । প্রচুর বাগ ওখানে ।

এবার আমি রাজস্থানের কর্ণিমাতার মতন ইঁদুরের মালকিন হয়ে বসেছি । কাজেই ইঁদুর সঞ্চালনের কাজ করছি সমানে । লিখেই চলেছি একের পর এক অক্ষরমালা । বর্ণমালা ।এবার যা তথ্য দেবো তা আরো মজার কিন্তু গল্প হলেও সত্য । পর পর লিখে যাচ্ছি যা আমার কাছে আসছে । কিন্তু এসব পড়ে আমাকে কেউ মন্দ মনে করবে না কারণ এগুলি আমার মস্তিষ্ক প্রসূত নয় । নিখাদ যাঁরা

সাধক তাঁদের দিয়ে ভেরিফাই করে নিতে পারো তোমরা নিজেরা । এই পুস্তকে অনেক সংকেত হয়ত খুঁজে পাবেন লোকে যা আমার পক্ষে লেখা একেবারেই অসম্ভব একজন মানবী হিসেবে ।

আমি নিজের মনে বসে আছি আর এক এক করে মায়া শাড়ি থেকে তুলে চলেছি মায়া চোরকাঁটা ।

এইসব লেখা অটোমেটিক হয় (অটোমেটিক রাইটিং) । আমি কিছু ভেবে লিখিনা । যোগিনী হিসেবে আমার কোনো পরিবর্তন করার সুযোগ ও ক্ষমতা নেই । আমি অক্ষরগুলোতে রং চং লাগাতে পারি মাত্র ও ডিজাইন করতে পারি এই অবধিই ।

সরস্বতী ও মাতঙ্গী (তান্ত্রিক মহাবিদ্যা বা নীল সরস্বতী) আমাকে দিয়ে লেখান ।

আমি হলাম মাইকের মতন । একটি কর্ডলেস মাইক । যার না আছে ব্রেন,না পৌষ্টিক তন্ত্র আর না কোনো হাত-পা । আমাকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা যায়না কারণ আমার দেহ নেই । আমি কিছু বুঝিনা কি লিখলে আমার ক্ষতি হবে কারণ আমার মস্তিষ্ক নেই আবার আমার কোনো হাত-পা নেই যে আমি এই যে বই লিখছি তা সম্পাদনা করতে পারি ।

কেবল মাউথ পিসের মতন কথা বলে চলেছি । তবে এই মাইকের বৈদ্যুতিক শক্তি হল ঐশী জাত ।

তাই চাইলেও কেউ একে ভাঙতে বা নষ্ট করতে পারবে না । কর্ডলেস মাইক তাই সরবরাহ করেই চলে অনবরত কিছু কথা , সংবাদ । যার উৎস অলৌকিক এফ-এম রেডিও স্টেশান আর রেডিও জকি স্বয়ং পরমেশ্বর । তাই আমার ভয়, ভাবনা ও ভড়ং নেই ।কারণ আমার কাছে দ্বৈত কোনো জগৎ নেই ; আমি ব্যাতীত । এই জগৎ আমার থেকেই শুরু হয় ও আমাতেই মিলিয়ে যায় ।